সংবাদ
20 AUG 2008
৫ নং ৭

MMC | unicef | শিশু সাংবাদিকদের সংবাদ

বরিশালের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল অর্থ সঙ্কটে পড়ে বন্ধের উপক্র

শাহাবুদ্দিন, বৃষ্টি, বদরুল, তৌহিদ, শিক্ষা, রিদওয়ান, জেবা, ইমা

আজ শুভ্র হাঁটতে পারছে। তার মা সালেহা বেগম তার ছেড়ে দেয়া সোনালী ব্যাংকের প্রিন্সিপ্যাল অফিসার পদে আবার যোগদান করেছেন। ছেলের এ অস্বাভাবিক পরিবর্তনে আজ তিনি অভিভূত। আর এসবই সম্ভব হয়েছে 'সুইড' এর জন্য। 'সুইড' সমাজের বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের আশ্রয় স্থল তৈরি করে দিয়েছে। শহরের মল্লিক রোডস্থ এ স্কুলটি বরিশাল শহরের একমাত্র বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল। এড. মনসুরুল আলম মন্টু ও তার স্ত্রী শামসুর নাহারের প্রচেষ্টায় এর যাত্রা শুরু ১৯৮৭ সালে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি অর্থ সঙ্কটে পড়ে বন্ধের উপক্রম হয়েছে।

বর্তমানে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন পাঁচজন শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন সিরাজুল মুনীর টিটু। আত্মদানমূলক কর্মসূচি আওতাধীন এ প্রতিষ্ঠানের ...

এর মধ্যে ছেলে ৩২, মেয়ে ২৫।

শুভ্রর মতো আরও বেশ কয়ে
বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর জীবনের মোড় ঘু
দিয়েছে 'সুইড'। এখানে ৪ থেকে
বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন বয়
শিশুদের আত্মসচেতনামূলক শিক্ষ
পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের উপ
করে গড়ে তোলার চেষ্টা চ
অবিরাম। কিন্তু সরজমিন পরিদ
গিয়ে দেখা গেল, আর্থিক ব্যবস্থা
বেড়াজালে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এখানে
প্রায়। প্রধানের মুখেই উঠে আ
প্রতিষ্ঠানটি চালাতে তাদের অসা
কথা। অর্থশালী, বিত্তশালী
সর্বোপরি সরকারের কাছে
কয়েকবার সাহায্য চেয়ে আবেদন
হলেও তেমন কোন সাড়া মেলে
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ
বছরে ৪০% অনুদান দেয়া হ
বর্তমানে তা প্রয়োজনের তুলনায়
অপর্যাপ্ত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার পর
সমাজের বিত্তবান আর বিবেকবা